



258312 - মৃত প্ৰাণীৰ হাড় এবং এ দিয়ে তৰৈকৃত পাত্ৰৰে হুকুম

প্ৰশ্ন

চীন কৰ্তৃক হাড় দিয়ে তৰৈকৃত পাত্ৰৰে খাওয়া কি জায়যে হব?ে? চাইনাতে কোন ধৰণৰে হাড় থকে পাত্ৰগুলো তৰৈ কৰা হয় সগেলোৰ উৎস সম্পৰকে আমজাননা।

প্ৰিয় উত্তৰ

আলহামদু ললিলাহ।

আহলে কতিবরা (ইহুদী ও খ্ৰিস্টান) ছাড়া মুশৰকি কৰ্তৃক যা কিছু জবাই কৰা হয় সগেলো মৃতপ্ৰাণী হসিবে গণ্য। এমনকি সৰে জবাইকৃত প্ৰাণী যদি গশেত খাওয়া জায়যে এমন প্ৰাণী হয় তবুও।

দখেুন: [34496](#) নং প্ৰশ্নোত্তৰ।

পক্ষান্তৰে, মৃতপ্ৰাণীৰ হাড় ব্যবহার কৰা— সৰে প্ৰাণী গশেত খাওয়া জায়যে এমন প্ৰাণী হকে; কথিবা গশেত খাওয়া নাজায়যে এমন প্ৰাণী হকে— আলমেগণ এ নিয়ে মতভদে কৰছেনে; সটো কি পবত্ৰি; নাকি নাপাক?

জমহুর আলমে এর অভমিত হছে— এটি নাপাক। হানাফী আলমেগণ তাদরে সাথে মতভদে কৰছেনে। তারা এটাকে পবত্ৰি বলনে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

"মৃতপ্ৰাণীৰ হাড় নাপাক; সটো গশেত খাওয়া জায়যে এমন প্ৰাণীৰ হাড় হকে; কথিবা গশেত খাওয়া নাজায়যে এমন প্ৰাণীৰ হাড় হকে। এটি কোন অবস্থায় পবত্ৰি হবনে না। এটা হছে ইমাম মালকে, শাফয়েি ও ইসহাকরে মাযহাব।

আর ইমাম ছাওরী ও আবু হানফিার মাযহাব হছে— এটি পবত্ৰি। কোননা হাড়রে মৃত্যু ঘটনে না; তাই এটি অপবত্ৰি হয় না; চুলরে মত।

কনেনা গশেত ও চামড়া অপবত্ৰি হওয়ার হতে হল এর সাথে রক্ত ও আৰ্দ্রতা যুক্ত থাকা। হাড়রে মধ্যে এটি পাওয়া যায় না।



আমাদরে দলিল হচ্ছো আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "সে বলে, '(মৃতরে) ক্షয়প্রাপ্ত হাড়গুলোকে প্রাণ দবিনে?' বলুন, যনি প্রথমবার সগেলোকে সৃষ্টি করছো তনিহি প্রাণ দবিনে। প্রতটি সৃষ্টির ব্যাপারে তনি সম্যক অবগত।"[সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৯]

আর যহেতে প্রাণ থাকার আলামত হচ্ছো অনুভূতি ও ব্যথা পাওয়া। হাড়রে মধ্যগে গাশত ও চামড়ার চয়ে বশৌ ব্যথা পাওয়া যায়।

যে জনিসিরে মধ্যগে প্রাণ আছে সে জনিসিরে মৃত্যুও আছে। যহেতে মৃত্যু মানে প্রাণরে বচ্ছদে। যে জনিসিরে মৃত্যু ঘটতে সেটো নাপাক হয়; যমেন গাশত।"[আল-মুগনী" (১/৫৪) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভিমতকে অগ্রগণ্যতা দয়িছো। দেখুন: "আল-শারহুল মুমতী" (১/৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) হানাফি মাযহাবরে অভিমতকে নির্বাচন করছো। তনি বলেন:

"মৃতপ্রাণীর হাড়, শং ও নখ এবং এ জাতীয় যা কিছু আছে যমেন খুর, চুল, পালক ও পশম ইত্যাদি: পবতির। এটি ইমাম আবু হানফির অভিমত। মালকে ও হাম্বলি মাযহাবেও এমন একটি কথা আছে।

এ অভিমতটি সঠিক। কোননা এ জনিসিগুলোর মূল বধিান হলো পবতিরতা; আর এগুলো অপবতির হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নহে।

তাছাড়া এ জনিসিগুলো ভাল শ্রণীয়; মন্দ শ্রণীয় নয় যে, হালাল বরণনাকারী আয়াতরে অধিনে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা কিছুকে মন্দ শ্রণীয় হিসেবে হারাম করছো সগেলোর মধ্যগে এ জনিসিগুলো পড়বে না; শব্দগত দকি থেকেও নয় এবং মর্মগত দকি থেকেও নয়।

শব্দগত দকি থেকে নয়; যমেন আল্লাহ্ বাণী: **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** (তোমাদরে উপর মৃতপ্রাণী হারাম করা হয়ছে) এর মধ্যগে চুল ও এ জাতীয় জনিসিগুলো পড়বে না। অর্থাৎ যহেতে মৃতরে বপিরিত জীবতি। জীবন দুই প্রকার: প্রাণীর জীবন ও উদ্ভদিরে জীবন। প্রাণীর জীবনরে বশেষ্ট্য হল: অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া। আর উদ্ভদিরে জীবনরে বশেষ্ট্য হচ্ছো: বৃদ্ধি পাওয়া ও পুষ্টি গ্রহণ।

হারামকৃত মৃতপ্রাণী: যাতো অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া নহে। পক্ষান্তরে, চুল বাড়ে ও পুষ্টিগ্রহণ করে এবং উদ্ভদিরে মত লম্বা হয়। উদ্ভদিরে কোন অনুভূতি নহে এবং উদ্ভদি নিজ ইচ্ছায় নড়াচড়া করে না। এর মধ্যগে জীবরে মত প্রাণ নাই যে, সে প্রাণরে বচ্ছদে মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং এমন জনিসি নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নহে।



যারা এমন অভিমিত ব্যক্ত করেন তাদেরকে বলা হবে: আপনারা নিজরোও তো আয়াতরে শাব্দিকি ব্যাপকতাকে দললি হিসাবে গ্রহণ করেন না। কেননা যবে সব প্রাণীর রক্ত নাই; যমেন- (মরা) মাছি, বচ্ছু ও পোকা; এগুলো আপনাদের নকিটেও অপবিত্র নয় এবং জমহুর আলমেরে কাছতেও অপবিত্র নয়। অথচ এ এগুলোর মৃত্যু জীবরে মৃত্যুর মত।

ব্যাপারটি যহেতে এ রকম এর থেকে জানা গেলে যবে, মৃতপ্রাণী অপবিত্র হওয়ার হতে হল মৃতপ্রাণীর মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে থাকা। আর যবে প্রাণীর মাঝে তরল রক্ত নাই সটো মারা গেলেও তাতে কোন রক্ত জমাট বাধে না; তাই সটো নাপাক হয় না।

তাই এ ধরণরে জীবরে চয়ে হাড় ও হাড় জাতীয় জনিসি নাপাক না হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত। কেননা হাড়রে ভতেরে কোন তরল রক্ত নাই এবং হাড়রে ইচ্ছাধীন নড়াচড়াও নাই; অন্যকছির অনুবর্তী হওয়া ছাড়া।

সুতরাং অনুভূতি শক্তরি অধিকারী, স্ব-ইচ্ছায় নড়াচড়াকারী পরপূর্ণ জীব যদি এর মধ্যে তরল রক্ত না থাকার কারণে নাপাক না হয় তাহলে হাড়রে ভতেরে তরল রক্ত না থাকার পরেও সটো কভাবে নাপাক হবে...?

বসিয়টি যহেতে এমন অতএব, হাড়, নখ, শিং, খুর ইত্যাদি যাত প্রবহমান রক্ত নাই সগুলো নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নাই। এটাই অধিকাংশ সালাফরে অভিমিত।

যুহরী বলেন: এ উম্মতরে উত্তম প্রজন্ম হাতরি হাড় দিয়ে তরীকৃত চরিনী দিয়ে মাথা আঁচড়াতনে।

হাতরি দাঁতরে ব্যাপারে একটি পরিচিতি হাদিসি বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সে হাদিসিরে ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে। এটি সবে আলোচনা করার স্থান নয়। কারণ আমাদের সে হাদিসি দিয়ে দললি দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

আরও বলা যায়, চামড়া তো মৃতপ্রাণীর অংশবিশেষে। চামড়ার মধ্যে রক্ত আছে; যমেনভাবে মৃতপ্রাণীর অন্য সকল অংশে রক্ত রয়েছে। তা সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়া দাবাগতকরণ (প্রক্রিয়াজাত করণ)কে চামড়ার জবাই হিসাবে গণ্য করছেন। কেননা প্রক্রিয়াজাতকরণ চামড়ার আর্দ্রতাকে শুকিয়ে ফলে।

এটি প্রমাণ করে যবে, অপবিত্রতার কারণ হল আর্দ্রতা। হাড়রে মধ্যে কোন তরল রক্ত নাই। হাড়রে ভতেরে যা কিছু থাকে সটো শুকিয়ে যায়। হাড়কে চামড়ার চয়ে বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়। সুতরাং চামড়ার চয়ে হাড় পবিত্র হওয়া অধিক উপযুক্ত।"[আল-ফাতাওয়াল কুবরা (১/২৬৬-২৭১) সমাপ্ত]

সংক্ষিপ্তসার:

যদি এ পাত্ৰগুলো গাশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণীর হাড় দিয়ে তরীকৃত হয় যবে প্রাণীকে কোন মুসলমি বা কোন আহলে কতিব জবাই করছেন তাহলে এ সব পাত্ৰ পবিত্র এবং এগুলো ব্যবহার করা হালাল।



আর যদি এমনটানা হয়— চীন দেশেরে ক্ৰতেরে যটো ঘটর সম্ভাবনাই প্রবল— তাহলে এ পাত্রগুলো মৃতপ্রাণীর হাড় থেকে তরৌ। মৃতপ্রাণীর হাড়েরে ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে খুবই শক্তশিলী। তাই একজন মুসলমিরে জন্ম উত্তম হল এ ধরণেরে পাত্র ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা। এগুলো ছাড়াও অনকে পাত্র রয়েছে।

যদি এ পাত্রগুলো মৃতপ্রাণীর ভস্মীকৃত হাড়েরে ছাই দিয়ে তরৌ করা হয় তাহলে সটো হতে পারে। যহেতে ছাই নাপাক নয়। যহেতে রূপান্তরেরে মাধ্যমে সটে পবতির হয়ে যায়।

আরও জানতে দেখুন: [233750](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।